মূল্য ঃ ৭.০০ টাকা মাত্র

গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড) হইতে প্রকাশিত

শ্রীভক্তিপথ

পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

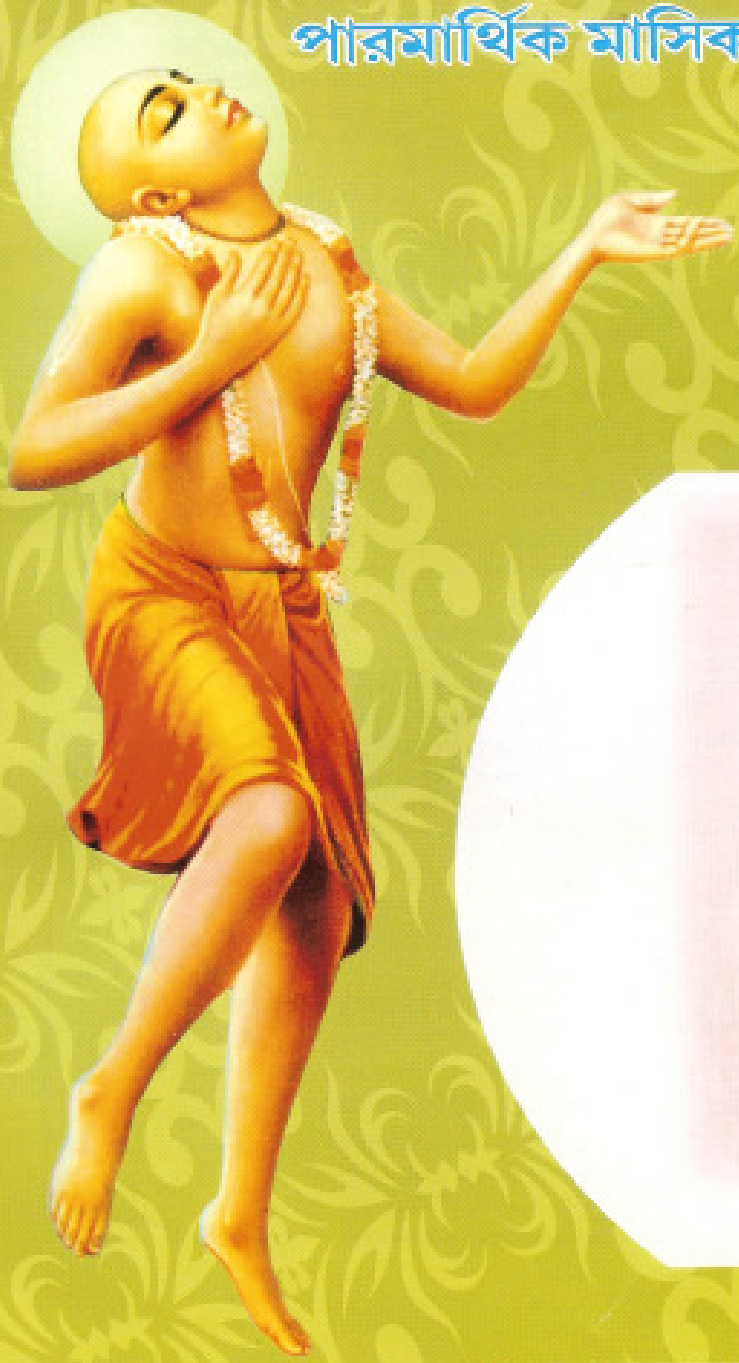

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

৫৪ বর্ষ ❋ ৮ম সংখ্যা ❋ শ্রীগৌরজয়ন্তী সংখ্যা ❋ ফাল্গুন, ১৪২৩ ❋ মার্চ, ২০১৭

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার
কলকাতা-৩ ফোঃ 2554-4155, 9903615586, 9804417544
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদ। ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, ৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির,
৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়,
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218,
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির,
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর,
নদীয়া-741104 ফোনঃ-7602817814
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া,
বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব),
পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ ৭৬০২৯৯৭৬৮৫, ৯৫৬৪২৪৫১৩২
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (পঃবঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী
পোঃ পুরী-752001 (উড়িষ্যা), মো ঃ ০৯৮৬১৩৬৯৪১৭
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার,
কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি,
পুরী, পিন-752011 মোঃ 09937355847/ 07873515784
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019
উড়িষ্যা মো ঃ 096920 22603
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর,
পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2200854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার
ফোন-2225116 STD-0631 মো ঃ ০৯৪৩০৬৩৮৯৮৪
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006
(ইউ. পি.), মো ঃ-09451179811, 08005333259
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং,
বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121
মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004
ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর,
মোগলসরাই (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১,
ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী
পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব)
মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
e-mail : gaudiyamission.mumbai@gmail.com
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র,
হরিয়ানা-136118, ফোন-270749, STD-01744
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি
আসাম-788163, ফোন-244-484, STD-03844
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক
হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং
পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড,
পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.),
পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, Little Bird Academy-র সন্নিকটে,
গ্রাম-উদালবাক্রা, পোঃ-লাল গণেশ, কামরূপ মেট্রো,
গুয়াহাটী-৭৮২১০৩৪, মোঃ ০৯৭০৬৫২৭২৩১
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০,দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ ০৯২৩৯৮৮০০৭৫
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড
লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুল্‌টন এভিনিউ,
রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১। সারকথা	গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত	৩
২। শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ ও বাণী	—	৪
৩। শ্রীধাম পরিক্রমায় ভগবদ কৃপা লাভ	শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ	৫
৪। ভক্তিতে আকাল	ত্রিদন্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ	৬
৫। গৌরজন্ম	সংগ্রাহক—দৈনিক নদীয়া প্রকাশ হইতে সংগৃহীত	৭
৬। শ্রীশ্রীগুরুপূজা মহোৎসব—২০১৭	সংগ্রাহক—শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী	৯
৭। শ্রীল গোস্বামীপাদের প্রচার	সংগ্রাহক—শ্রীরঘুনাথ দাস ব্রহ্মচারী	১০
৮। আটদিন ব্যাপী শ্রীচৈতন্যজন্মোৎসব ধর্মসভার সারাংশ	সংগ্রাহক—শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী	১২
৯। দক্ষিণ ২৪ পরগণায় নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য শিবিরের একটি দৃশ্য	—	১৯

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা
প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
**গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক
মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
**(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের
কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)**

শ্রীভক্তি-পত্র

**"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"**
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

**"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"**
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৫৪ বর্ষ ❀ ৮ম সংখ্যা ❀ শ্রীগৌরজয়ন্তী সংখ্যা ❀ ফাল্গুন, ১৪২৩ ❀ মার্চ, ২০১৭

সারকথা

মাধবপুরীর সম্বন্ধে—

শ্রীপাদ, ধর মোর গোসাঞির সম্বন্ধ।
তাহা বিনা অন্যত্র নাহি এই প্রেমের গন্ধ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ—৯।২৮৯)

গ্রন্থকারের উক্তি রঘুনাথকে লক্ষ্য করে—

মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি' প্রীতি হন গৌর-ভগবান ॥

(চৈঃ চঃ অঃ—৬।২২০)

প্রভু কহেন,—"খাট এক আনহ পাড়িতে।
জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে।

(অঃ—১৩।১৪)

জগদানন্দের উক্তি সনাতনের প্রতি—

রক্তবস্ত্র 'বৈষ্ণবের' পরিতে না যুয়ায়।
কোন প্রবাসীরেয জিমু কি কার্যউহায়?

(চৈঃ চঃ অঃ—১৩।৬১)

উড়িয়া আদিবস্যার প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি—

তার আর্ত্তি দেখি' প্রভু কহিতে লাগিলা।
এত আর্ত্তি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা ॥
অহো ভাগ্যবতী এই, বন্দি ইহার পায়।
ইহার প্রসাদে ঐছে আর্ত্তি আমার বা হয় ॥

(চৈঃ চঃ অঃ—১৪।২৮, ৩০)

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ ও বাণী

✹ ''এই মহামায়ার দুর্গ হতে যদি একটা লোককেও বাঁচাতে পারেন তাহলে কোটি হাসপাতাল করা অপেক্ষা অনন্তগুণে পরোপকারের কাজ হবে। বাস্তবিক সত্য দয়া—অমন্দোদয় দয়া-দু পাঁচদিনের দয়া নয়, প্রকৃত, নিত্য, পরম, চরম সত্যকার দয়া—দান শ্রীচৈতন্যদেব বিতরণ করেছেন।''

—(মঠের পরিচয় ১৪০ পৃঃ)

✹ ''জগতের নিকট ২৪ ঘণ্টা কৃষ্ণকথা বলিতে হইবে, শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করিতে হইবে। খাইতে শুইতে যথা তথা নামকীর্ত্তন করাই মহাপ্রভুর উপদেশ। ১৪।১৫ বৎসর পূর্ব্বে আমি চিন্তা করিতাম,—সর্ব্বক্ষণ কি করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন করা যায়? তাহাতে লোকের সঙ্গে মেশামেশি হইয়া যাইবে। কিন্তু কৃষ্ণ বর্ত্তমানে আমার নিকট অনেক বন্ধু পাঠাইয়াছেন,—যাঁহারা নিজেদের অন্যান্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকথা শুনিতে ও বলিতে আসিয়াছেন। আমার গুরুপাদপদ্ম সর্ব্বদা বলিতেন,—'যেখানে কৃষ্ণকথা নাই, সেইস্থান মায়ার ব্রহ্মাণ্ড, সেইস্থানে যাইবেন না।' আমি মনে করিলাম,—যেস্থানে যাইব, সে-স্থানে যদি কৃষ্ণকথা অবতীর্ণ করাতে পারি, তাহা হইলে তাহা যে কোন স্থান হউক না কেন, সেই স্থানেই যাওয়া কর্ত্তব্য। **আমার কাজ পিয়নের মত—আমার গুরুদেবের বাণী দ্বারে দ্বারে বিলি করা—পৃথিবীর সর্ব্বত্র broad-cast করা**। আপনারা world extend করিতে পারেন ত' ভাল। অন্যান্য প্রাণীকেও কৃষ্ণকথা জানাইতে পারেন ত' ভাল। আপনারা নিরন্তর কৃষ্ণকথা বলিতে থাকুন। আমার অনন্ত বাসনা অনন্ত প্রকারে নিরন্তর কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করুন; তাহা হইলেই আমার সব বাসনা পূর্ণ হইবে।''

—(গৌড়ীয় ১১।৪৮।৭৬২)

✹ ''**Devotion and Love এর church (শুদ্ধভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেমের প্রচার কেন্দ্র) ভারতের সর্ব্বত্র হওয়া আবশ্যক।** আপনাদের বোধ হয় স্মরণ আছে, মহাপ্রভুর বাণী—

'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবেক মোর নাম ॥

মহাপ্রভুর নীতির মধ্যে ক্ষাত্রনীতি, বৈশ্য, শূদ্র ও যবন নীতি দেখিতে পাই না। তাঁহার প্রচারিত বাক্য হইতে বুঝিতে পারি, তিনি ঋষিনীতির সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ অবলম্বন করিয়াছেন। আমরাও সেই পদানুসরণে ব্রহ্মনীতি ভাগবত-ধর্ম্ম অবলম্বন করিব। —(পত্রাবলী—১মখণ্ড, ২২ পৃঃ)

✹ ''শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন প্রভুদ্বয় শ্রীচৈতন্যের মনোঽভিষ্টের প্রচারক। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি যেরূপ ভক্তি কর্ত্তব্য, তাহা হইতে একটু ন্যূনাধিক ভক্তি যদি আমরা শ্রীশ্রীরূপপ্রভুতে ও শ্রীশ্রীজীবপ্রভুর প্রতি প্রদর্শন করি, তাহা হইলে শুদ্ধভক্তিতে আমাদের অধিকার হইবে। যদি শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের রূপানুগ হওয়া চাই।''

—(গৌড়ীয় ২০ খণ্ড, ২৬৫ পৃঃ)

✹ ''মহাপুরুষের বাণীর দ্বারাই মহাপুরুষের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।'' —(গৌড়ীয় ২০ খণ্ড, ৮৪ পৃঃ)

✹ ''চিহ্নদ্বারা বা বেষ-গ্রহণ-রীতি দর্শনে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব নির্দ্দেশ হয় না। হরিভজনে নিষ্কপটতাই বৈষ্ণব-পরিচয়ের একমাত্র নিদর্শন। —(গৌড়ীয় ২।২৬।১৪)

✹ ''চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥'' এইকথা যাঁহারা বুঝিতে না পারিয়া অহিংসার কৃত্রিম ব্যাখায় নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারা আত্মঘাতী বলিয়া হরিসেবা-তাৎপর্য্যকে 'অহিংসা' বলিয়া জানিতে পারেন না।'' —(গৌড়ীয় ১৮ খণ্ড, ৩৬ পৃঃ)

✹ **শ্রীল প্রভুপাদের শেষ বাণী**—''শত বিপদ, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছাড়বেন না। জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ করছে না দেখে নিরুৎসাহিত হবেন না; নিজ ভজন, নিজ-সর্ব্বস্ব কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ছাড়বেন না। তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হয়ে সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করবেন। জগতে শ্রীরূপানুগচিন্তাস্রোতঃ প্রবাহিত হউক। সপ্তজিহ্ব শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন যজ্ঞের প্রতি যেন কখনও আমরা কোন অবস্থায় বিরাগ প্রদর্শন না করি, তা'তে একান্ত বর্দ্ধমান অনুরাগ থাকলেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হবে।''

—(গৌড়ীয় ২০ খণ্ড, ৩৫৭ পৃঃ)

শ্রীধাম পরিক্রমায় ভগবদ কৃপা লাভ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ প্রদত্ত ভাষণ (শ্রীল গোস্বামীপাদ)
স্থান-শ্রীধাম, বৃন্দাবন, তাং- ১৯/১০/২০১৪, ২৩/১০/২০১৪

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুবর্গের অহৈতুকী কৃপায় আজ আমরা যে স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছি সে স্থানটি কৃষ্ণের বাল্য লীলার স্থান। বৃন্দাবনে কৃষ্ণের রাস, কৃষ্ণের লীলাবলী তিনি তাঁর পার্ষদগণের সঙ্গে করেছেন।

বৃন্দাবনের আনন্দ যারা একবার অনুভব করবেন তারা এই স্থানকে আর কখনো ভুলতে পারবেন না। রমনরেতি এমন একটি জায়গা যেখানে কৃষ্ণের বাল্যলীলা, অন্তহীন বাল্যলীলা সংঘটিত হয়েছে। বালি নিয়ে এখানে তিনি খেলা করতেন। আমরা যেমন পাড়াগাঁয়ের ছেলেরা বালি নিয়ে খেলি, বালিতে পা ঢুকিয়ে ঘর বানাই আবার পা দিয়ে সেই ঘরটা ভেঙে দিয়ে চলে যাই। ভগবান তেমনি নিত্যনূতন লীলা আবিষ্কার করতেন, একটা লীলার পর আর একটা লীলা সংঘটন করতেন এসব জায়গায়। রাম-কৃষ্ণ বালি দিয়ে ঘর বানাতেন আবার যাবার সময় সেসব ঘর ভেঙে দিয়ে চলে যেতেন, এই ভাঙাগড়ার মধ্যে কি আনন্দ আছে তারাই কেবল জানতেন আর কেউ জানত না।

কৃষ্ণলীলা যাতে জীবের জীবাতু হয়, আত্মীয়তা সম্বন্ধযুক্ত হয়, সেসব লীলাকে পুনসংগঠন করেছেন ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর। এসব কথা যখন আচরণ শুনি, বলি, গায় তা অন্যের উপকারে লাগে। ''গাহি গাওয়াতো, নাচি নাচাওতো''। এসমস্ত লীলা ভক্তদের মধ্যে সচেতনতার আবাহন করে। চিন্ময় রাজ্য বৃন্দাবন, এখানে কোন কিছুই মূল্যহীন নয়, এখানে সব কিছুই ভগবানের লীলা সংগঠনের দ্বারা ভগবানের সুখ সমৃদ্ধ হয়। ভগবান দেখেন আমার ধামে আমার ভক্তরা এসে কি করে? আমার কথা বলে, না অন্য কিছু করে। এই যে সুন্দর রমনীয় রমনরেতি, এখানে আমরা তো প্রতিবছরই আসি, প্রতিবছরই ভগবানের ধামে গড়াগড়ি দিয়ে ধামের ধূলো গায়ে লাগিয়ে যাই। এবছর আমরা আসতে পেরে নিজেদের ভাগ্যবান মনে করছি এবং যারা এসেছেন তারা সত্যিকারের ভাগ্যবান। তারা পদ চালিয়ে কৃষ্ণের ধাম পরিক্রমণ করেন এবং সর্বাঙ্গ দিয়ে তাঁর সেবা করেন। এইরকম যাদের সেবাবৃত্তি তারা সত্যিই অনন্য, তাদের হৃদয়টা প্রেমে আপ্লুত হয়ে যাবে এইটাই আমরা প্রার্থনা করি।

*　　*　　*　　*

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুবর্গের অহৈতুকী কৃপায় আজ আমরা গৌড়ীয় মিশন কর্তৃপক্ষের দ্বারা আয়োজিত ধাম পরিক্রমার উদ্দেশ্যে চলেছি। উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানকে সুখান্বিত করা যেটা হৃদয় দিয়ে শুরু করেছেন বৈষ্ণবগণ। ভগবান সুখী হবেন ভগবান তুষ্ট হবেন সেই ব্রতে ব্রতী হয়ে আমরা পরিক্রমণ করছি। এই ধামের মাহাত্ম্যগুলো অভূত-পূর্ব এসব জিনিস কোথাও পাওয়া যায় না একমাত্র ভক্তসঙ্গেই অনুভবের বিষয় হয়। ভগবান ভক্তগুণ বিলাসী, তিনি ভক্তের মুখে কীর্ত্তিত হন, ভক্তের মুখে তাঁর গুণ শুনতে চান, নিজের মহিমা শুনতে চান। ভক্তের কাছে শুনতে শুনতে সেগুলো ধীরে ধীরে আমাদের অনুভবের বিষয় হয়। যেরূপ শ্রীল স্বরূপ দামোদর, শ্রীল রায় রামানন্দাদির মুখে মহাপ্রভু কৃষ্ণকথা শ্রবণ করতেন। তেমনি এই সমস্ত গূঢ় রহস্যের কথা ভক্তমুখে শোনার যে মধুরতা তা ধীরে ধীরে ভগবান তার স্থান, কাল, পাত্র অনুসারে, তাঁর ভক্তের চিত্তবৃত্তিতে লীলা মহোৎসবরূপে অনুষ্ঠিত হন। ভগবানের প্রতি যদি আমাদের সেবার ভূমিকা ঠিক থাকে তাহলে অনুভবের বিষয় হয়। এটা অন্যস্থানে পাওয়া যাবে না শুধু ভক্তগণের হৃদয়ে অনুভবের বিষয় হয়। আমরা পদ চালিয়ে ব্রজধাম পরিক্রমণ করব তো, তা গর্বের বিষয় হয়।

যে, যে, ডিগ্রীতে শরণাগত হবে তার সেই ডিগ্রীতে রস আস্বাদিত হয়। জগতে কত কিছু রয়েছে, তার মধ্যে ভগবানের স্মৃতি বিজড়িত স্থানও রয়েছে, সেইসব স্থানে ভগবানের লীলার মাহাত্ম্য শুনতে বলতে জানতে শিখলে সর্বদিক থেকে জীবন সফল হয়। সফল হয় মানে ভক্তসঙ্গে ভগবানের মাহাত্ম্য শ্রবণ করতে করতে ধীরে ধীরে ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করে। আত্মার অবিদ্যাময় অবস্থা ছেড়ে গেলে তখন স্বাভাবিক উচ্চ ভূমিকায় বা স্বরূপে অবস্থান করে, আর ভক্তসঙ্গেই এই taste পাওয়া যায়, ভক্তসঙ্গ ছাড়া এসব পাওয়া যায় না। জগত জীবের কল্যাণের জন্য শ্রীগৌরসুন্দর কত কি প্রণয়ন করেছেন। গৌরের হয়ে সে সব জিনিস পাওয়ার চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ জিনিসটা পাব আমরা। শ্রেষ্ঠ, প্রেষ্ঠ ও সর্বশ্রেষ্ঠ এসব জিনিস যে কত বড় আমরা বুঝতে শিখব। জগত জীবের সুখের জন্য মহাপ্রভু এসব সুন্দর সুন্দর ব্যবস্থা করে গিয়েছেন।

''বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥''❑

ভক্তিতে আকাল

ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

পৃথিবীর জনসংখ্যা যেমন বাড়ছে এই আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষের জনসংখ্যাও হু হু করে বেড়ে চলেছে। সেই সঙ্গে ধর্মীয় ভাবনাযুক্ত লোকের সংখ্যাও বাড়ছে বৈ কমছে না। দেবস্থান তথা তীর্থস্থান গুলিতে যখন জনসংখ্যার ঢল নামে তখন মনে হয় না যে ধর্মীয় আবেগ কমছে। মানুষের মধ্যে বিশ্বাস যেন উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। সেই বিশ্বাস কোন কোন ক্ষেত্রে অন্ধ আবার কোনও ক্ষেত্রে লৌকিক এবং খুব কম ক্ষেত্রে সেটি তাত্ত্বিক দেখা যায়। সম্প্রদায়গুলি মানবের হিতসাধন কল্পে ঐ বিশ্বাসের ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছেন। কর্মী, জ্ঞানী, যোগী সম্প্রদায়গুলিতে অধিকার অনুযায়ী শ্রদ্ধালুর সংখ্যা কম নয়। কর্মাধিকারীর সংখ্যা স্বভাবতই অধিক। সে তুলনায় জ্ঞানী বা যোগীর সংখ্যা কম এবং ভক্ত্যাধিকারীর সংখ্যা সর্বনিম্ন—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যারা ভক্তি সম্প্রদায়গুলিকে পরিচালনা করেন বা শীর্ষে রয়েছেন, ভক্তিতে শ্রদ্ধালুর সংখ্যা কম বলে তারা বিচলিত হন না। তাঁরা বিচলিত ভক্তি সাধনে সাধকের শিথীলতা বা অরুচি দেখে, ক্রমবর্দ্ধমান এই শিথীলতা দেখে। যার ফলে শুদ্ধভক্তিতে এক প্রকার আকাল উপস্থিত।

গৌড়ীয় সম্প্রদায় জগতের বুকে শুদ্ধভক্তির ধারাকে ধরে রেখেছে। কর্মার্পণ মূলক ভক্তি বা তথাকথিত মিশ্রাভক্তি প্রচারে যে সকল সম্প্রদায় কাজ করছেন তাদের থেকে শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগগণের ভাবধারা পৃথক। ভক্তিযোগের বিশুদ্ধতা এবং চরম পর্যায়ে বিশুদ্ধ প্রেমের কথা আচরণ মুখে প্রচার করবার চিন্তাধারা গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে আজও মহান করে রেখেছে। সে দিক থেকে আমরা যারা শুদ্ধভক্তির এই ধারার মধ্যে পড়েছি তারা ভাগ্যবান। শ্রীচৈতন্যদেবের সমাজ সংস্কার বিষয়ে একমাত্র শুদ্ধ ভক্তির গুরুত্ব, শুদ্ধভক্তির পরম পুরুষার্থতা এবং ঐ বিষয়ে সহজ সাধন বা হরিনাম সংকীর্তন বৈশিষ্ট্য আজও অদ্বিতীয়। তাঁর আরচিত বিপ্রলম্ভ প্রেমের কথা বেদেরও অগম্য। তথাকথিত কর্ম, জ্ঞান, যোগের অতিতুচ্ছ ফলে মুগ্ধ না হয়ে আমরা যে পথ নিয়েছি সৃষ্টিতে আমাদের থেকে অধিক ভাগ্যবান আর কেউ নাই।

রামায়ণ, মহাভারত ও গীতা পড়ার পর যখন আমরা শ্রীমদ্ভাগবত অনুশীলন করি এবং তারপর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত আদি গ্রন্থে প্রবেশ করি তখন মনে হয় এই সংসারের অধিকাংশ লোক শ্রেষ্ঠ, বিশুদ্ধ ও আনন্দঘন রস থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই রসের সন্ধান না পেয়ে মিথ্যা রসে তারা মত্ত। তারা বৃথাই জড়রস আস্বাদনে আসক্ত। মায়ার ঘোরে আবিষ্ট হয়ে যখন তারা ডুবে থাকে তা দেখে গৌড়ীয় মহাজনগণ কষ্ট অনুভব করেন। এই কষ্ট জগতের অধিকাংশ লোক বুঝতে পারে না। এমনকি আধুনিক সভ্যতার সভ্য, জ্ঞানী, গুণী, দরদী জনেরও বোধের অগম্য। স্বরূপ বিস্মৃত ভোগোন্মত্ত জীবের যে কষ্ট এবং জ্ঞানী-যোগীদের সাধন ক্লেশ কৃষ্ণভক্ত মহাজনগণ কোনভাবেই সহ্য করতে পারেন না। শুদ্ধভক্তি সাধকগণকে দেখে তাঁদের মহানন্দ। তাঁরা জগতের অন্য সকল শ্রেণীর জীবের জন্য কষ্ট বোধ করেন।

উপরোক্ত কষ্ট ব্যতীত আর এক প্রকার কষ্ট মহাজনকে বেগ দেয়, সেটি হল ভক্তি জগতের অন্তবর্তী আকাল বা দুর্ভিক্ষ। ভক্তি সাধকগণের ভক্তিসাধনে বিরাট শিথিলতা, অরুচি এক চিন্তার কারণ। পূর্ব সুকৃতি বলের অভাব বা অনর্থের প্রাবল্য বশতঃ আজ সাধকের নিষ্ঠা বা রুচির অভাব। শুদ্ধ ভজনশীল সাধক খুব কম। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কেবল ভক্তির বাহ্য আচরণে ব্যস্ততা ও লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার প্রতি ধাবিত হবার প্রচেষ্টা, যা দেখে মহাজন অন্তরে দুঃখিত হন। তাদের মধ্যেও এই যে কষ্ট বা দুঃখের অনুভব এটি আশ্চর্য হলেও সত্য। এই অনুভব তাদের দয়ালুতা ও পরদুঃখ অসহিষ্ণুতার লক্ষণ মাত্র। তাঁরা এই মর্তে ভগবৎ আদেশে আসেন বলে ভগবৎ সেবাবুদ্ধিতে ঐ দুঃখকে সহন করেন। উপরোক্ত দুই প্রকার দুঃখের গভীরতাও কম নয়। একদিকে ভগবৎ ভোলা জীবের কষ্ট দেখে তাঁদের দুঃখ, অপরদিকে উন্মুখতা প্রাপ্ত ভক্তিসাধকের সাধন আগ্রহের অভাব দেখে দুঃখ। যেটিকে ভক্তি জগতের আকাল বলেও আখ্যা দেওয়া যায়।

আজকের দিনে সাধকের খাওয়া, থাকা বা পরার অভাব নাই। এর জন্য তাকে চিন্তা করতে হয় না। আবার ভজনের অনুকূল পরিবেশও নিতান্ত কম নয়। ভগবানের কৃপালীলা নিরবিছিন্ন গতিতে চলছে। জীবকে আনন্দের দিকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য শাস্ত্র, সাধু বা গুরু ও সম্প্রদায়গত ব্যবস্থা আজও সমাজের বুকে প্রবাহিত রয়েছে। সেই সঙ্গে ভগবানের ধাম, বিগ্রহ, তুলসী, গঙ্গাদি তীর্থ আজও আমাদের কাছে সুলভ।

গৃহী বা ত্যাগী ভক্তের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। তথাপি ভজন স্পৃহা বা সাধন চেষ্টার খুব অভাব। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা লাভের চেষ্টায় বিরাট খামতি দেখা যাচ্ছে। সাধুসঙ্গের কুশলতা ক্রমে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ভক্তিতে এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ, নিত্য সেবালাভের বাসনা, সাধনে ধৈর্য, নিষ্ঠা, আর্তি, দৈন্য—ক্রমে ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে .quantity ও quality-র বিচারে ভক্তিজগৎ নৈরাশ্যের দিকে এগোচ্ছে। এই অভাব বা আকাল বড় দুঃখদায়ক। গুরুবর্গের কৃপা এবং সাধকের প্রবল চেষ্ঠা এই দুর্ভিক্ষ দূরীকরণে পরম সহায়। আজকের দিনে এই দু-এর বিশেষ প্রয়োজন। নতুবা ভক্তিরাজ্য ক্রমে হালকা হয়ে যাচ্ছে।

আজ শুদ্ধভক্তি সাধকের জীবনে উৎসাহ কম, নিষ্ঠা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার অভাব। সর্বোপরি ভজন স্পৃহা বা লালসার আকাল। আজ সাধক শুদ্ধ ভজনে স্পৃহাহীন, নিজেদের দৈহিক সুখ-সুবিধার প্রতি যত্নশীল। ভক্তির বাহ্য অনুষ্ঠানে উৎসাহী। আজ সাধক প্রবীণ বৈষ্ণবের প্রতি মর্যাদা দান বিষয়ে উদাসীন। বর্হিমুখ সঙ্গ বা অসৎসঙ্গে সঙ্গে বিশেষ রুচিশীল। অল্পতে ধৈর্যচ্যুতি ও অসহিষ্ণুতা রোগে আক্রান্ত। শ্রীগুরুদেবের অন্তর্যামিত্ব বা অপ্রাকৃতত্বে বিশ্বাস কম। প্রত্যেক সাধুর দোষ দর্শনে বা নিন্দায় মুখর। লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার যূপকাষ্ঠে নিজকে বলি দেওয়ার প্রবণতা, সাধুর প্রতি মৎসরতা, অর্থের প্রতি লোভ—এ সব মিলে এক বিশাল দুরাবস্থা। গৃহীভক্তগণ স্ত্রী-পুত্র-পরিবারে আসক্ত, গ্রাম্যকথায় রুচিযুক্ত, হরিনামে নিষ্ঠাহীন, একাদশী ব্রতাদিতে হরিচর্চাবিহীন। সর্বোপরি সাধুর আনুগত্য বা শাসনে নিষ্ঠাহীন। ফলে কি গৃহী, কি ত্যাগী সকল সাধকের ভক্তি রস আস্বাদনে যে আকাল উপস্থিত হয়েছে এ বিষয়ে সকলের সাবধান হওয়া উচিত। ❑

গৌরজন্ম

সংগ্রাহক—দৈনিক নদীয়া প্রকাশ হইতে সংগৃহীত

নবদ্বীপে শচীগর্ভ শুদ্ধ-দুগ্ধসিন্ধু
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ-ইন্দ্র (চৈঃ চঃ)

অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র শচীগর্ভসিন্ধুতে প্রকটিত হইয়াছেন। গৌরশশধর শচীজগন্নাথের নিত্যপুত্র এবং তাঁহারা গৌরের নিত্য মাতা-পিতা। দ্বাপরযুগে যাঁহারা যশোদা ও ব্রজরাজ নন্দ ছিলেন, তাঁহারাই কলিযুগে শচীজগন্নাথরূপে বিশ্বে অবতীর্ণ হন। অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরই শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবভূমি এবং শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীযোগপীঠই শ্রীশচী-জগন্নাথগৃহ বা গৌরগৃহ—গৌরজন্মস্থান। জীবহৃদয়ে গৌরাবির্ভাব—গৌরজন্ম ছাড়া জীবের জীবন বৃথা। এই গৌরাবির্ভাব স্বপ্রকাশ-বস্তু। শ্রীগৌরসুন্দর কৃপা পূর্ব্বক যখন স্বয়ং অবতরণ করিয়া সৌভাগ্যবান্ জীবের নিকট আত্ম প্রকাশ করেন, তখনই জীব তাঁহার স্বরূপ জানিয়া ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হন।

আমাদের প্রত্যেকেরই হৃদয়ে গৌরাবির্ভাব হওয়া দরকার। যদি গৌর-দর্শনই না হয়, তবে বৃথা জীবনধারণ করিয়া লাভ কি? তাই আমাদের স্বতঃই প্রশ্ন হয়, গৌরাবির্ভাব কি করিয়া হয়? তদুত্তর এই যে, শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব—শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব না হইলে শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব হয় না। শ্রীগুরুদেবের কৃপা ও সেবা লাভ করিয়া হৃদয় শুদ্ধ ও নির্ম্মল হইলে সেই শুদ্ধহৃদয়ে গৌরাবির্ভাব হয়। শ্রীব্যাসপূজা না হইলে গৌরপূজা বা গৌরাবির্ভাব হয় না। যেখানে গুরুর আবির্ভাব নাই, সেখানে মনোধর্ম্মই স্বারাজ্য বিস্তার করিয়াছে, সুতরাং সেখানে গৌরাবির্ভাব কি করিয়া হইবে? শ্রীগুরু গৌরাঙ্গাবির্ভাব স্বপ্রকাশ ব্যাপার। তাহা প্রাকৃত জীবের ন্যায় জন্মাদি ব্যাপারে আবদ্ধ নহে। কৃষ্ণ-কার্য্যের এই জন্মলীলা সেবোন্মুখ ভক্তগণই তাঁহাদের কৃপায় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। অসুরগণ তাহা বুঝতে পারে না।

সম্বন্ধজ্ঞান দরকার। নিজেকে গুরুর আশ্রিত বলিয়া জানা দরকার। শরণাগত না হইলে কিছুই হইবে না। শ্রদ্ধা বা শরণাগতি না হইলে কি ভক্তি হয়? ভক্তি না হইলে কি ভগবানকে পাওয়া যায়? শ্রদ্ধা হইলে ভক্তিতে অধিকার হয়। শাস্ত্রার্থবিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। শ্রীকৃষ্ণে শরণাগত না হইলে জীবের ভয় অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু তাঁহারা শরণাগত হইলে ভয়ের কোন কারণ নাই।

এই শাস্ত্রবাক্যে যাঁহার শ্রদ্ধা হইয়াছে, তিনিই ভাগ্যবান্। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগতি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে আমার মঙ্গল হইবে না, সুতরাং আমি সেই অভয় পাদপদ্মে শরণাগত হইলাম, এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস বা শ্রদ্ধার নাম শরণাগতি বা প্রপত্তি।

শিষ্য হইতে হইবে—শ্রবণ করিতে হইবে—সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় করিতে হইবে; নতুবা গুরুদর্শন হইবে না—হৃদয়ে গুরুর আবির্ভাব হইবে না। শিষ্যের নির্ম্মল হৃদয়েই গুরুর অবস্থান। পূর্ণভাবে শ্রবণ করিতে হইবে। আংশিক শ্রবণে পূর্ণবস্তু লাভ হয় না। পূর্ণ শ্রবণ করিলেই পূর্ণবস্তু গ্রহণ করা যায়। পূর্ণ শুশ্রূষু না হইয়া বা প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি সহকারে পূর্ণ শ্রবণ না করিয়া যদি আংশিক বা বিকৃত শ্রবণ করি—পূর্ণভাবে গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব ডালি না দিই, তাহা হইলে পূর্ণচন্দ্র গৌরসুন্দরের দর্শন কি করিয়া পাইব? ষোল আনা না দিলে কি ষোলআনা বস্তু পাওয়া যায়? পূর্ণ না দিয়া পূর্ণলাভের আশাই বা করি কেন? পূর্ণই পূর্ণকে দেয়, অপূর্ণ পূর্ণকে দিতে পারে না। পূর্ণবস্তু শ্রীগুরুদেবই গৌরসুন্দরকে প্রকাশ করেন বা তদাশ্রিত নিষ্কপট স্নিগ্ধ সেবকগণকে গৌর-দর্শন করান? গো-দর্শন যেমন পূণ্যকার্য্য হইলেও ব্যাঘ্রের গো-দর্শনে যেমন পূণ্য হয় না, সেইরূপ আমরাও যদি মাপাবুদ্ধি লইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মকে দর্শন করিতে যাই, তারা হইলে আমাদের দর্শনও সেইরূপ অপরাধ আনয়ন করিবে। গুরুতে নিত্যানন্দবুদ্ধি বা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠবুদ্ধিই গুরুবুদ্ধি। এছাড়া অন্য বুদ্ধি যেখানে, সেখানে শিষ্যত্ব নাই, শিষ্যত্ব লাভের জন্য যত্ন হইতেছে মাত্র। শ্রীগুরু পাদপদ্মের শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ হইলেই এই সকল কথা উপলব্ধির বিষয় হয়। নতুবা গুরুত্বে লঘুত্ব আরোপ করা মাদৃশ বদ্ধ হতভাগ্য জনগণের পক্ষে স্বাভাবিক। এমতাবস্থায় সাধুসঙ্গ করা বিশেষ প্রয়োজন। সাধুসঙ্গের দ্বারা দিব্যজ্ঞান লাভ হইলে তখন আমরা অজ্ঞানতার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইব। সুতরাং দিব্যজ্ঞান-লাভের জন্য—দিব্যচক্ষু উন্মীলনের জন্য সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরু-পাদপদ্মে শ্রদ্ধা, শরণাগতি বা আত্ম নিবেদন হউক। তাহা হইলে আমাদের সেবোন্মুখ হৃদয়ে সেবাবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব আবির্ভূত হইবেন এবং তৎকৃপায় আমরা গৌরসাক্ষাৎ-কারের সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইব।

অন্ধ থাকিয়া লাভ নাই। দর্শন বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু শ্রবণের পূর্ব্বে যে দর্শন, তাহা বাস্তব দর্শন নহে, যে বস্তু যাহা, ঠিক সেরূপ দর্শন নহে। সেই শ্রবণহীন দর্শন কুদর্শন বা মনোধর্ম্মের স্বপ্নদর্শন মাত্র। তাহা বঞ্চনাময়। এই দুর্দ্দৈবের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়—একমাত্র গৌরনিজজন শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগতি দ্বারা, গুরুসেবাময় আদর্শ জীবন-যাপন দ্বারা। যিনি গৌরজনের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন, তিনি গৌরদর্শন করিয়াছেন, না হয় করিবেন। সদ্‌গুরুপদাশ্রিতের গৌরদর্শন ত সহজ স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তবে মাদৃশ হতভাগ্যের ন্যায় গুরুপাদাশ্রয়ের অভিনয় করিলে গৌরদর্শন কি করিয়া হইবে? গুরুদেবের বাণীই ত গৌরসুন্দর। সেই বাণীরূপী গৌরসুন্দরকে হৃদয়ে যিনি ধারণ করিয়াছেন, তিনিই গৌরসুন্দরের দর্শন পাইয়াছেন। গুরুকে যিনি আপনজ্ঞান করিয়াছেন, তাঁহারই গৌরে আপনজ্ঞান বা টান হইয়াছে। সেই গৌরগতপ্রাণ গুরুদেবতাত্মা সাধুর পদরজে অভিষিক্ত হইতে পারিলে আমরাও গৌরকৃপা লাভ করিতে পারিব। তখনই গুরু-গৌরকৃপায় কৃষ্ণদর্শন বা কৃষ্ণসেবা সুলভ হইবে। শ্রীগুরুদেবের কীর্ত্তনের মধ্যেই গৌরসুন্দরের আবির্ভাবের কথা সাধুমুখে শুনিতে পাই। সেইজন্যই বলিতেছি, শ্রীগুরুপাদপদ্মের কীর্ত্তনশ্রবণই গৌরাবির্ভাব তিথির পূর্ণ আরাধনা। গৌরজনের চরণাশ্রয়, গুর্ব্বানুগত্যই গৌরানুগত্য, গুরুকৃপাই গৌরকৃপা।

শ্রীগৌরসুন্দর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। যেখানে ভগবানের সদানন্দদর্শন বাদ দিয়া কেবল সম্বিদ্‌বৃত্তি অবলম্বনে পূর্ব্বক ভগবানের দর্শনের প্রয়াস, সেখানে ব্রহ্ম-দর্শন। যেখানে ভগবানের আনন্দ-দর্শনে বঞ্চিত হইয়া কেবল সচ্চিদ্‌বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীব ভগবানের দর্শনে ব্যস্ত, সেখানে পরমাত্মদর্শন আর চিদ্‌গত সম্বিৎশক্তি যখন হলাদিনীর সহিত যুক্ত হইয়া হ্লাদিনীর কৃপা লাভ করেন, তখনই জীবের ভগবত্তত্ত্ব উপলব্ধি হয়। এই তত্ত্বোপলব্ধিতে জীবের নিজের কোন স্বতন্ত্রতা নাই। তবে সেখানে স্বতন্ত্রতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার —ভগবচ্চরণে প্রপত্তি বা শরণাগতির ফলে সেবোন্মুখ শুদ্ধচিত্তে বস্তুসাক্ষাৎকার হয়। ভক্তিদ্বারাই ভগবানকে পাওয়া যায়, ভক্তিই ভগবদ্দর্শন করায়। কি বদ্ধ, কি মুক্ত, কি মনুষ্য, কি পশু সকলেই ভগবানের সন্তান। ভগবৎসেবাই সকলের কৃত্য। সুতরাং ভক্তিতে সকলেরই অধিকার আছে। ভক্তিতে ধ্রুব ও প্রহ্লাদের মত পঞ্চম বর্ষীয় বালক, খট্টাঙ্গ রাজার ন্যায় মুমুর্ষু ব্যক্তি, বিদুরের ন্যায় দরিদ্র, অম্বরীষের ন্যায় রাজচক্রবর্ত্তী, পক্ষীকুলোদ্ভুত গরুড়, পশু—কুলোদ্ভুত বজ্রাঙ্গজী, অবর-কুলোদ্ভুত গুহক এবং স্বয়ং ব্রহ্মার পর্য্যন্ত সমান অধিকার। শ্রদ্ধাবানেরই ভক্তিতে অধিকার। শ্রদ্ধা না থাকিলে কাহারও ভক্তিতে অধিকার হয় না। এই শুদ্ধা ভক্তির কথা, উন্নতোজ্জলরসের কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজে আচরণ করিয়া ভক্তের বেশে আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ

মুক্ত ও বদ্ধ উভয়েরই উপাস্য। গৌরনিত্যানন্দের অপার করুণা। দীনহীন কাঙ্গাল হইলেই তাঁহাদের কৃপা পাওয়া যায়। জানি না, কবে আমরা গুরুদাসানুদাসাভিমানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহাদের পাদপদ্ম অনুসরণ করিতে পারিব?

মর্য্যাদামার্গের শুদ্ধভক্তগণের নিকট মহাবৈকুণ্ঠস্থিত মূল-নারায়ণই শ্রীগৌরাঙ্গ; আর গদাধরাদি অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকট শ্রীগৌর সুন্দর ব্রজজনের জীবনধন-স্বরূপ। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-বিকার—হলাদিনী-শক্তি। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা একাত্মা হইলেও দুইটী দেহ ধারণ করিয়া নিত্য-লীলাবিলাস করিয়া থাকেন। শ্রীরাধাগোবিন্দ মিলিততনুই শ্রীগৌরসুন্দর। শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহ; আর শ্রীকৃষ্ণ সম্ভোগরস-বিগ্রহ। মাধুর্য্যবিগ্রহ কৃষ্ণেরই ঔদার্য্যবিগ্রহ গৌরলীলা। গৌর স্বয়ংরূপ। তিনি সকল অবতারের অবতারী। গৌর জনের কৃপাব্যতীত গৌরসুন্দরের কৃপা লাভ অসম্ভব। তাই আজ গৌরপ্রকট-দিলে আমরা করজোড়ে গৌরনিজজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রী আচার্য্যদেবের শ্রীচরণে পুনঃ পুনঃ কৃপাভিক্ষা করিতেছি। তাঁহাদের অযাচিত পরমশক্তিশালিনী কৃপা আমাদের নিয়ামক হউন, তাঁহাদের কৃপা ছাড়া গতি নাই, ইহা আমাদের উপলব্ধি হউক, তাঁহাদের কৃপা-লাভের জন্য প্রবল আর্ত্তি, দুঃখবোধ ব প্রকৃষ্ট যত্ন আমাদের হৃদয়ে স্থান লাভ করুক, গৌরদর্শনের লৌল্য আমাদিগকে গুরুগৌরপাদ পদ্মে আকৃষ্ট করুক, গুরুগৌর-পাদপদ্মে আমাদের শ্রদ্ধা ও শরণাগতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক, গৌর ও গৌরজনের প্রতি আপনজন হউক, গৌর ও গৌরজন ব্যতীত আমাদের আর কেহ নাই, ইহা খানিক সৌভাগ্য হউক, ইহাই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীচরণে আমাদের কাতর প্রার্থনা। ❑

শ্রীশ্রী গুরুপূজা মহোৎসব—২০১৭

শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, কলকাতা

শ্রীশ্রী শিবচতুর্দ্দশী তিথির প্রাক্কালে তাঁরই আপনজন ও প্রিয়ভক্ত গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী তিথিতে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন। এইটি করুণাময় শিবের অসীম করুনার প্রকাশ।

এই শুভ তিথিকে কেন্দ্র করে প্রতিবৎসরের ন্যায় এবৎসরও কলকাতা বাগবাজারস্থ নাট্যমন্দিরে গত ২২শে ফেব্রুয়ারি থেকে ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত গুরুপূজা মহোৎসব শ্রী হরিকীর্ত্তন মুখে পালিত হয়।

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার, শ্রীল গুরুদেবের আনুগত্যে ও সেবাসচিব শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজের পরিচালনায় গুন্ডিচা মার্জন উৎসব সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে শ্রীমন্দির, নাট্য-মন্দির, গুরুবর্গের ভজন কুটীর, ভান্ডার ঘর, রন্ধন শালা, অতিথিশালা, বৃদ্ধাশ্রম এবং নির্মিয়মান শ্রীচৈতন্য মিউজিয়মের নীচতলা আদি মঠের সন্ন্যাসীবৃন্দ ও ভক্তবৃন্দ সযতনে অতি সুন্দরভাবে মার্জন দ্বারা নিজ নিজ হৃদয়মন্দির সুন্দর ও পবিত্র করেন।

ঐদিন শ্রীগুরুপূজার অধিবাস দিবস। এইদিন শ্রীমন্দির

ভাবাবিষ্ট শ্রীল গোস্বামীপাদ

নাট্য মন্দির আলপনা ইত্যাদি দ্বারা শোভিত করা হয়। নাট্যমন্দিরের অভ্যন্তরে শ্রীগুরুবর্গের সুসজ্জিত মঞ্চ এবং পার্শ্বে শ্রীগুরুদেবের আসন নির্দিষ্ট করা হয়। সন্ধ্যারতি অন্তে রাত্রে গুরুপূজার অধিবাস কীর্ত্তন সকল সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের সহযোগিতায় বিপুল উদ্দাম ও উৎসাহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়।

২৪ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার, প্রভাতী কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ মঙ্গলারতি, শ্রী নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা আদি ভক্ত্যঙ্গ সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হন। শ্রীলগুরুদেবের আরতি অন্তে তাঁর ভজন কুটীরে কীর্ত্তন করা হয়। এই উপলক্ষে নাট্যমন্দির এবং গুরুবর্গের ভজন কুটীর মনোরমভাবে সজ্জিত করা হয়।

সকাল ১০টা থেকে শ্রীনাট্যমন্দিরে ভজন কীর্ত্তনাদি অন্তে শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজের পরিচালনায় শ্রদ্ধাঞ্জলী পর্ব শুরু হয়। মধ্যাহ্ন আরতি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানের সূচনায় মিশনের সহসেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ—গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে বলেন। অপর সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ গুরুমহিমা সম্বন্ধ বলেন—''শ্রীল গুরুদেব অভিন্ন নিত্যানন্দ তনু। গুরুদেব সংসার দাবানলে দগ্ধীভূত জীবকুলের উদ্ধারের জন্য তাঁর কৃপা বর্ষন লীলা''।

গোদ্রুম মঠের সহ মঠাধ্যক্ষ, শ্রীপাদ সজ্জন মহারাজ গুরুবন্দনান্তে বলেন পূজা কেবল ফুল দিয়েই হয় না ভগবানের শ্রীচরণে লগ্ন হতে হলে প্রথম পদক্ষেপ হল অনাদি বর্হিমুর্খতা দূর করতে হবে, তবে ভগবানের সেবায় অধিকার হয়। এই অধিকার লাভ হয় নিষ্কিঞ্চন জনের চরণ ধূলির দ্বারা।

গয়া মঠের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্ত মহারাজ বলেন ভগবানের ঘরে পৌঁছানোর দায় দায়িত্ব সব গুরুদেবের। বৈষ্ণবগণকে প্রীতির সঙ্গে সম্মান করতে হয়, গুরুবর্গের আদর্শে নিজেকে চালিত করতে হবে।

বাগবাজার মঠের Book Department Incharge শ্রীপাদ হৃষিকেশ মহারাজ শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করেন, তিনি বলেন—ভক্তিরক্ষক গুরুদেব অভিন্ন ভগবান কৃষ্ণের প্রেষ্ঠজন। কৃষ্ণের যিনি প্রিয় তাকে যদি আমরা ভালোবাসতে পারি তাহলে ভগবান সন্তুষ্ট হবেন। দীক্ষা মানে আত্মসমর্পণ। শ্রীগুরুদেবের চরণে যতটা শরণাগতি হয়েছে ততটাই দীক্ষা হয়েছে জানতে হবে।

সেবাসচিব ত্রিদন্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ বলেন—করুণার অজস্র ধারা ঘনীভূত হয়ে শ্রীল গোস্বামী পাদের আবির্ভাব। ভগবৎ রাজ্যের আনন্দের ছিটে ফোঁটা এবং আমাদের ক্ষুদ্র সেবানন্দ লোভ পূর্ণতার জন্য এই গুরুপূজা।

দুপুর ১টা ৩০ মিনিট পরমারাধ্যতম শ্রী গুরুদেব নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন যত শ্রবণ কীর্ত্তন আলোচনা করা যাবে তত নিজের দুঃখ দূর হবে। গুরুবাক্যকে মানতে হয় নচেৎ সব বৃথায় পর্য্যবসিত হবে।

দুপুর ২.০০টা গোস্বামীপাদ আবির্ভাব তিথি পূজা আরতি অন্তে ভক্তগণ গুরুদেব শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলী অর্পণ করেন, মধ্যাহ্নে আরতি অন্তে প্রায় ১ হাজার ভক্তমন্ডলীকে মহা-প্রসাদ দানে পরিতৃপ্ত করা হয়। বৈকাল ও রাত্রিতে বাকী সকল সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ শ্রদ্ধাঞ্জলী পাঠ করেন। ❑

শ্রীল গোস্বামীপাদের প্রচার

সংগ্রাহক—শ্রী রঘুনাথ দাস ব্রহ্মচারী, কলকাতা

গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান সভাপতি এবং আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ (শ্রীল গোস্বামীপাদ) ইং ১৫/০১/২০১৭ তারিখে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ গোদ্রুম ধাম থেকে শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাগবাজার কলকাতায় বেলা ২টা ৪০ মিনিটে শুভবিজয় করেন। মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ শ্রীল গুরুদেবকে (শ্রীল গোস্বামীপাদ) শ্রীগৌরবিনোদানন্দ জীউ এর প্রসাদী মালা দিয়ে সাদরে বরণ করেন। অতঃপর শ্রীল গুরুদেব তার ভজন কুটিরে প্রসাদ সেবন অন্তে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। এইদিন বিকালবেলা ৪টা থেকে কলকাতার ভক্তরা শ্রীল গুরুদেবের দর্শন করতে আসেন। তারপর নিয়মানুযায়ী পাঠকীর্তন, আরতি কীর্তন এবং বৈঠকী কীর্তন চলতে থাকে। অতঃপর ইং ০১/০২/২০১৭ তারিখে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর শুভ আবির্ভাব এবং শ্রীশ্রী সরস্বতী পুজার তিথিতে রঘুনাথপুর, উলুবেরিয়া, হাওড়া জেলা নিবাসী শ্রীমান দীননাথ (দেবেন) দাসাধিকারী প্রভুর বাসভবনে নতুন শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের পুনঃপ্রবেশ উপলক্ষে শ্রীলগোস্বামী-পাদ, শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ এবং সেবকবৃন্দ সহকারে শুভ পদার্পণ করেন। সেখানে মিশনের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব পর্যটক মহারাজের প্রচার পার্টিও উপস্থিত ছিলেন। উক্ত দিবস সকাল ৭টা থেকে প্রচার পার্টি

দেবেন প্রভুর পরিবারের ভক্তগণ এবং গ্রামবাসী সজ্জনবৃন্দ সহকারে একটি নগর সংকীর্তনের আয়োজন করেন। প্রায় ১ কিলোমিটার দূর থেকে সেই সংকীর্তনরত ভক্তগণ শ্রীলগোস্বামীপাদকে ফুল এবং মালা দিয়ে অভ্যর্থনা জানান।

আসামে শিষ্যগণসহ উপবিষ্ট শ্রীল গোস্বামীপাদ

সেখান থেকে গঙ্গার তীর হয়ে তুমুল হরিসংকীর্তনের মাধ্যমে শ্রীলগোস্বামীপাদকে তার বাসভবনে নিয়ে যান। শ্রীমান দেবেন প্রভু এবং সকল ভক্তবৃন্দ সহকারে শ্রীলগোস্বামী-পাদের আরতি কীর্তন করেন। তারপর বেলা ১১টা ৩০ মিনিটের দিকে শ্রীল গুরুদেবের শ্রীহস্তকমল কোমল স্পর্শের মাধ্যমে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ রাধাবিনোদ জীউ শ্রীবিগ্রহগণের নতুন শ্রীমন্দিরে পুনঃপ্রবেশ হরিসংকীর্তন সহকারে অনুষ্ঠিত হয় এবং মধ্যাহ্ন ভোগ আরতি কীর্তনের পর প্রসাদ গ্রহণ করা হয়। শ্রীলগোস্বামী-পাদ ১৯৯৮ সালে এই শ্রীবিগ্রহগণের প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিকাল ৪টা থেকে পুনরায় পাঠকীর্তন আরম্ভ হয়। সেবাসচিব মহারাজ বিকাল প্রায় ৫টার দিকে সেখানে পৌঁছান এবং রাত্রে পাঠ করেন। পরেরদিন গুরুপুজার আয়োজন করা হয় বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত উৎসব চলে এবং এই দিনেই শ্রীল গোস্বামীপাদ বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর ০৮/০২/ ২০১৭ ইং তারিখে সকাল ৯টায় শ্রীলগোস্বামীপাদ স্বপার্ষদ আসামের গুয়াহাটি শ্রীগৌড়ীয় মঠে বিমানযোগে শুভবিজয় করেন। মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ হরিপদ দাস প্রভু এবং অন্যান্য ভক্তগণ শ্রীলগোস্বামীপাদের আরতি কীর্তন করেন। এখানে নতুন শ্রীমন্দিরের উদঘাটন এবং দুপুরের প্রসাদ পাওয়ার পর শ্রীলগোস্বামীপাদ এবং শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজসহ স্বপার্ষদে বড়পেটা জেলার অন্তর্গত রুপহি গাঁও (গ্রামে) শ্রীমান আদিগোবিন্দ দাসাধিকারী প্রভুর বাসভবনে শুভবিজয় করেন। মঠের শিষ্যগণ ও গ্রামবাসী ভক্তগণসহ শ্রীলগুরুদেবের অভ্যর্থনা ও

সংকীর্ত্তনরত ভক্তবৃন্দ (আসাম)

আরতি কীর্তন করা হয়। পরের দিন ৯ ফেব্রুয়ারি শ্রীমন্-নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব তিথি ব্রতোপবাস উপলক্ষে এক নগর সংকীর্তনের আয়োজন করা হয়। এদিন দুপুর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অভিষেক উপলক্ষে তুমুল আরতি নৃত্য কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে নিত্যানন্দ মহিমা কীর্তন এবং রাত্রে গুরুপুজার আয়োজন করা হয়। প্রায় ১০০০ থেকে ১২০০ জনের মতো ভক্ত উপস্থিত ছিলেন এবং প্রায় ১৮-২০ জনের মতো ভক্ত শ্রীল গুরুদেবের নিকট হরিনাম আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১০/০২/ ২০১৭ তারিখে আদিগোবিন্দ প্রভুর বাড়ি থেকে একটু দূরে একটি বাজারে দুর্গামন্দির প্রাঙ্গনে একটি ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। বিকাল ৪ ঘটিকায় শ্রীলগোস্বামীপাদ স্বপার্ষদে আদিগোবিন্দ দাস প্রভুর বাড়ি থেকে গুয়াহাটি নিবাসী শ্রীমতী সুদেবী দাসীর বাড়িতে শুভ পদার্পণ করেন। শ্রীপাদ হরিপদ দাস প্রভু ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখ পর্যন্ত ৩ দিন ব্যাপী গৌড়ীয় মিশনের নতুন শ্রীমন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের আয়োজন করেন এবং ১২/০২/২০১৭ তারিখে নব্য শ্রীমন্দিরে শ্রীগুরু-পুজার আয়োজন করেন প্রায় ৩০০ জনের মতো ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর ১৩/০২/২০১৭ তারিখে বিকেল ৫টায় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীল-গোস্বামীপাদ স্বপার্ষদে রওনা হন। গৌড়ীয় মিশনের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ

বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ১৪৩ তম বার্ষিক তিরোভাব তিথি উপলক্ষে বাগবাজার স্থিত শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীল গোস্বামীপদের আনুগত্যে ও সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে এক মহামহোৎসবের আয়োজন করা হয়।

আটদিন ব্যাপী শ্রীচৈতন্যজন্মোৎসব ধর্মসভার সারাংশ

শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, কলকাতা

জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রীসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় মিশনের প্রধান কার্য্যালয় বাগবাজার শ্রী গৌড়ীয় মঠ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ৫৩১তম শুভ আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে মঠের নিকটস্থ বাগবাজার

নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় সন্ন্যাসী ও ভক্তবৃন্দ

সার্বজনীন দুর্গোৎসব প্রাঙ্গনে গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজার আনুগত্যে এবং কৃপাশীর্বাদ ধারন পূর্বক গত ১২ ফেব্রুয়ারি রবিবার হতে ১৯শে ফেব্রুয়ারি, রবিবার ২০১৭ পর্যন্ত আটদিন ব্যাপী বিভিন্ন ধর্মসভা, বৈষ্ণব সম্মেলন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির দ্বারা শ্রীগৌরজয়ন্তী মহোৎসব বিপুল সমারোহে পালিত হয়। আয়োজক গৌড়ীয় মিশন এবং সমস্ত গৌর অনুরাগী ভক্তগণ আমন্ত্রিত হয়ে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

গত ১২ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ৫৩১তম শুভ শ্রীচৈতন্য জন্মোৎসব উপলক্ষে গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের আশীর্বাদ শিরোধারন করে বিশাল নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সকাল ৮ ঘটিকায় ধর্মতলা থেকে শুরু হয়। শোভাযাত্রার প্রথমে নাম সংকীর্ত্তন সহ প্রচারগাড়ী এবং ক্রমান্বয়ে মঙ্গল কলস, ব্যান্ডপার্টি, তুলসী মঞ্চ সহ শতাধিক মহিলা ভক্ত, মহাপ্রভুর উপদেশ বাণী লিখিত শতাধিক পুরুষ ভক্ত, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রী হরেকৃষ্ণ হালদারের গোষ্ঠী শিল্পীসহ অপূর্ব ৫১টি মৃদঙ্গ বাদন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আলোকচিত্র সহ সুসজ্জিত ট্যাবলো, শ্রীল ভক্তিবিনোদ আলোকচিত্র সহ সুসজ্জিত ফ্লাগ, পিপলস্ ফোরাম ফর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীকৈবল্যধাম শ্রীরামঠাকুর আশ্রমের সুসজ্জিত ফ্লাগ আদি সহশোভাযাত্রা ক্রমান্বয়ে লেনিন সরণী, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলেজ স্ট্রীট, বিধান সরণী, শ্যামবাজার, বাগবাজার স্ট্রীট হয়ে বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব উদ্যানে বিশ্রাম লাভ করে। উক্ত শোভাযাত্রায় প্রায় সহস্রাধিক ভক্তমন্ডলী অংশগ্রহণ করেন।

বেলা ১২ঘটিকায় বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব উদ্যানে সুসজ্জিত মঞ্চে ধর্মসভা আয়োজিত হয়। ধর্মসভায় বক্তা ছিলেন শ্রীপাদ ভক্তি বৈভব পর্যটক মহারাজ, অধ্যক্ষ শ্রী গৌড়ীয় মঠ মুম্বাই; বেনিয়াটোলা শ্রীমৎ বীরচাঁদ গোস্বামী; শান্তিপুর শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মন্দিরের যুবরাজ ব্রজকিশোর গোস্বামী; লেকটাউন শ্রীরঘুনাথ মন্দিরের শ্রীমৎ রঘুনাথ গোস্বামী; নবদ্বীপ সমাজবাড়ির শ্রীমৎ বিশ্বম্ভর দাস বাবাজী; শ্রীকৈবল্যধাম শ্রীরামঠাকুর আশ্রমের শ্রী সন্তোষ রঞ্জন সাহা, পিপলস ফোরাম ফর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু-র সভানেত্রী শ্রীমতী ভারতী গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীতিলক ভট্টাচার্য্য। উপস্থিত সকল অতিথিবৃন্দ ধর্মসভায় শ্রী চৈতন্যদেবের জীবনী ও বানী এবং সংকীর্ত্তন মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন।

বেলা ১টা থেকে ৪টা পর্যন্ত অগনিত ভক্তকে মহাপ্রসাদ দানে তৃপ্ত করা হয়। বেলা দুই ঘটিকা হতে অঙ্কন প্রতিযোগিতা শুরু হয়। প্রতিযোগিতা এ. বি. এবং সি তিন বিভাগে অনুষ্ঠিত হয়।

বিকাল ৪টা থেকে সুসজ্জিত মঞ্চে সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারী সমন্বয়ে সুললিত কণ্ঠে জয় বন্দনা অন্তে ''অপরূপ চাঁদ উদয় নদীয়াপুরে তিমির নাহিরে ত্রিভুবনে''—মহাজন গীতি ভক্তিবিনোদ গীতি, কীর্ত্তনাবলী শ্রবণ করে ভক্তগণ উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে উল্লাসে চতুর্দিক মাতিয়ে এক অপরূপ গোলকীয় পরিবেশের সূচনা করে।

বিকাল ৫টা থেকে শ্রীল গোস্বামীপাদের আর্শীবাদ শিরোধারণ করে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মঠের একনিষ্ঠ কর্ম্মী অধ্যাপিকা শ্রীমতী পিয়ালী পালিত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মিশনের সেবাসচিব ত্রিদন্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, দি পিপলস্ রিপাবলিক অফ্ চায়নার কনস্যুলেট জেনারেল মাননীয় শ্রী মা ঝাওয়ু, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীসাধন পান্ডে মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রীশ্যামল কুমার সেন, বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের সহ-সম্পাদক স্বামী বলভদ্রানন্দজী মহারাজ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ, দক্ষিণ কলকাতা নাকতলার শ্রীগুরু সংঘের সভাপতি স্বামী ধ্রুবানন্দ সরস্বতী, শ্রীধনঞ্জয় ঠাকুরের শিষ্য নদীয়ার শ্রীমৎ রাধাবিনোদ ঠাকুর গোস্বামী। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে উপস্থিত সকল অতিথি বৃন্দকে মাল্যচন্দনে ভূষিত করে বরণ করা হয় এবং সকল অতিথিবৃন্দকে গৌড়ীয় মিশনের তরফে মেমেন্টো প্রদান করা হয় ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণপদ্মে পুষ্পমাল্য অর্পণ এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বালনের মাধ্যমে উৎসবের শুভ সূচনা করা হয়।

অতঃপর গৌড়ীয় মিশনের সেবাসচিব ত্রিদন্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ স্বাগত ভাষণে বলেন—''শ্রীচৈতন্য মেলা এবং জন্মোৎসব বাগবাজার দুর্গাপূজা উদ্যানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই বাগবাজারে সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর মহাপ্রভু নীলাচলে গমনের সময় বাগবাজারের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং এটি চৈতন্য পদাঙ্কপূত স্থান এখানে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এসেছিলেন, সারদা মার বাড়ী, বলরাম মন্দির, ভগিনী নিবেদিতার বাড়ী, নিবেদিতা স্কুল, নাট্যকার মহাকবি গিরিশ ঘোষের বাড়ী, এত মহত্বপূর্ণ স্থান এই বাগবাজার —এখানেই শ্রীগৌড়ীয় মঠ অবস্থিত, মহাপ্রভু যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন তাতে বর্ণ, ধর্ম এবং জাতের কোনো বিচার ছিল না।''

অতঃপর রামকৃষ্ণ মিশনের বলভদ্রানন্দজী মহারাজ তাঁর হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াজী এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে প্রণাম জানিয়ে বলেন—''৫৩১ বৎসর পূর্বে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই ধরাতলে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আজও চলেছে। মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান, তিনি এসেছিলেন মানুষের শরীর ধারন করে। প্রাণীদের অনুগ্রহ করবার জন্য তাঁর আবির্ভাব। ত্যাগ ও প্রেমের অবতার তিনি, ভক্তির অবতার রূপে তিনি এসেছেন। Mass Movement তিনিই প্রথম করেছিলেন। সমবেত ভজন কীর্ত্তন Mass Kirtan, এ'' তিনি ভারত-

নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার একটি দৃশ্য

বর্ষের পথ প্রদর্শক ছিলেন।

শ্রীগুরুসঙ্ঘের ধ্রুবানন্দ সরস্বতী মহারাজ বলেন—''মহাপ্রভু নাম বিলাতে এসেছিলেন, তিনি 'নামের হাট' বসাতে বলেছেন, 'মহাপ্রভুর নামকে সঙ্গে নিয়ে চললে আমাদের মঙ্গল।''

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি Chinese Consulate এর Ma Zhanghu বলেন—''আমাদের চেতনাকে নির্মল করার জন্য, আত্মাকে পবিত্র করার জন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব। চীনদেশের ধর্মগুরু কনফিউসিয়াস এই একই শিক্ষা চীন দেশের মানুষকে দিয়ে গিয়েছেন। চীনের জনগণ ভারতবর্ষের মানুষের কাছে ধর্মীয় ব্যাপারে ঋণী, চীনের পরিব্রাজক হিউ-এন-সাং অনেক কষ্ট স্বীকার করে ভারতবর্ষে এসেছিলেন বৌদ্ধধর্ম শিক্ষায় শিক্ষিত হতে আজ

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত বা দিক থেকে শ্রী শ্যামল কুমার, শ্রীমতী সমাপ্তি চ্যাটার্জী, শ্রীসাধন কুমার পান্ডে, মা ঝাঙযু চাইনিজ কনস্যুলেট, জেনারেল, ত্রিদন্ডীস্বামী সন্ন্যাসী মহারাজ সেবাসচিব গৌড়ীয় মিশন

থেকে প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বে। Chinese Philosophy এবং Indian Philosophy একই শিক্ষা দেয়। তিনি ভারতবর্ষের চিনিকে উদ্দেশ্য করে বলেন চিনি থেকে 'চীন' কথা এসেছে-এটি রূপক ভাবে বলেন। এই মহতী সভায় তিনি গৌড়ীয় মিশনে চীন দেশের নাগরিকদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চীন দেশে যাবার আমন্ত্রণ জানান এবং ভবিষ্যতে এই বন্ধন আরও দৃঢ় হবে এই আশা প্রকাশ করেন।''

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী শ্যামল কুমার সেন সভায় মঞ্চে উপবিষ্ট গুণীজনদের 'মনি' দিয়ে গ্রথিত মালা হিসাবে দর্শন করেন এবং তাকে এই সভায় আমন্ত্রণের জন্য দৈন্য প্রকাশ করে তিনি বলেন—''শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ করতে পারলে জগতে শান্তি আসবে, মানব জাতির প্রতি ভালোবাসা, প্রেম ও ভক্তির মধ্য দিয়ে শান্তির সন্ধান আসবে।''

ভারত সেবাশ্রম সংঘের সম্পাদক স্বামী-বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ বলেন—''শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমের অবতার ছিলেন। তিনি কোনো অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি। তিনি যে হরিনাম দিয়ে গেলেন সেই হরিনামে ডুবে থাকুন। একমাত্র ভক্তিই পথ, ভক্তি চাই ভক্তি দিয়ে ভগবানের চরণে নিবেদিত করতে হবে নিজেকে। পরা শান্তি লাভের এই একমাত্র পথ।''

অতঃপর আলাইপুর নদীয়া শ্রীধনঞ্জয় শ্রীপাট-এর শ্রীমৎ রাধাবিনোদ ঠাকুর গোস্বামী বলেন—''ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হলে তখন মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে।'' এ প্রসঙ্গে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত গীতা, উপনিষদ এবং শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক শ্লোক উদ্ধৃত করেন এরপর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীসাধন পান্ডে মহাশয় বলেন—''ভারতবর্ষে অনেক অবতার জন্মগ্রহণ করেছেন অনেক প্রতিনিধি ভারতবর্ষে এসেছেন, তারা জীবন দিয়ে কথা বলেছেন, নিজে পথ দেখিয়ে আচরণ করে শিক্ষা দিয়েছেন। মহাপ্রভুর ভক্ত আমরা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর হরিনাম সংকীর্ত্তনের মত শিক্ষা তাঁর আগে কেউ দিয়ে যেতে পারেন নি। Materialistic জগতে থেকে মনটা ঘোরাতে হবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথে দেশে অরাজকতা বিনাশ হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।''

কলকাতা উচ্চ আদালতের বিচারপতি শ্রীমতী সমাপ্তি চ্যাটার্জী তাঁর ভাষনে—শ্রীমদ্ভাগবত গীতার ''নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে'' শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ভগবানের স্থান ভক্ত হৃদয়ে, কেবল নাম করে যেতে হবে। এছাড়া অন্য কোন পথ নেই ভগবানকে পাবার। সভার অন্তে গৌড়ীয় মিশনের বাগবাজার মঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজ সকল বক্তা এবং উপস্থিত ভক্তগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর বক্তৃতা যুবক-যুবতীদের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। প্রতিযোগিতার বিষয় **"যুবমানসে মহাপ্রভুর স্থান"** মোট সতের জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। সংস্কৃত, ইংরাজী

এবং বাংলা ভাষায় প্রতিযোগীগণ হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখেন।

অন্তে ডঃ মহুয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ার পরিচালনায় গৌড়ীয় নৃত্য পরিবেশিত হয়। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর উপস্থিত ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ দানে তৃপ্ত করা হয়।

১৩ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৭:—বিকাল ৩—৪টা পর্যন্ত জয়বন্দনা এবং ভক্তিবিনোদ গীতি ও মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হয়। ৪-৫টা ক্যুইজ প্রতিযোগিতা হয়। সকলের প্রতি টান-টান উত্তেজনা লক্ষ্য করা যায়। বালক-বালিকা নবীন-প্রবীন ভক্তগণ অংশগ্রহণ করেন। মহাপ্রভুর জন্ম, কর্ম্ম এবং তাঁর উপদেশ মহাপ্রভুর পার্ষদগণ, গৌড়ীয় গ্রন্থ ইত্যাদির সম্বন্ধে প্রশ্ন রাখা হয়। সঠিক উত্তর দাতাগণকে তাৎক্ষণিক উপহার দানে সম্মান জানানো হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রী শ্যামল কুমার জানা এবং মহাশয়া অবন্তিকা গড়াই।

অতঃপর বিকাল ৫ ঘটিকা হতে ধর্মসভা শুরু হয়। ধর্মসভার বিষয় ছিল 'সনাতন ধর্মে পরিশুদ্ধি'। 'অংশগ্রহণ করেন শ্রীমৎ রাঙাঠাকুর অধ্যক্ষ, অমৃত সংঘ, শ্যামনগর; শ্রীমৎ ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই সম্পাদক, দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠ; স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ, সম্পাদক শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যানন্দ আলমবাজার মঠ; শ্রীমৎ বনমালী গোস্বামী, শ্রীধাম নবদ্বীপ; শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী, সম্পাদক মহানাম সম্প্রদায়; প্রভু জগবন্ধু মহাউদ্ধারণ মঠ; অধ্যাপক শ্রী অরূপ প্রধান, অনুকূল ঠাকুর, সৎসঙ্গ; শ্রী অজয় নন্দী আইনজীবি কলকাতা উচ্চন্যায়ালয়; ডঃ বিক্রম সরকার, প্রাক্তন সাংসদ ব্যবহারজীবি।

শ্রীমন মহাপ্রভুর আলোকচিত্রে পুষ্পার্পণ করে সভার কাজ শুরু হয়। সকল বক্তাদের চন্দন তিলক ব্যাজ এবং মেমেন্টো দিয়ে বরণ করা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীমৎ বন্ধু গৌরব ব্রহ্মচারী। প্রথমে বক্তব্য রাখেন শ্রীবিক্রম সরকার, বঙ্গবাসী কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক। তিনি পরিশুদ্ধি কথার 'শুদ্ধি' এবং সনাতন ''ধর্ম্ম'' -এ তিন কথার শব্দার্থ এবং তার ব্যাপ্তি ব্যাখ্যা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত গীতা ''যদা যদা হি ধর্মস্য'' শ্লোক ,কাজী উদ্ধার, চাপাল-গোপাল উদ্ধার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন।

অতঃপর শ্রী অজয় নন্দী বলেন—''শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিযুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি নাম মন্ত্রের মাধ্যমে কীর্ত্তনের মাধ্যমে মানুষের অন্তরাত্মাকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। অধর্মের বিনাশ না হলে ধর্মের বিকাশ সম্ভব নয়।''

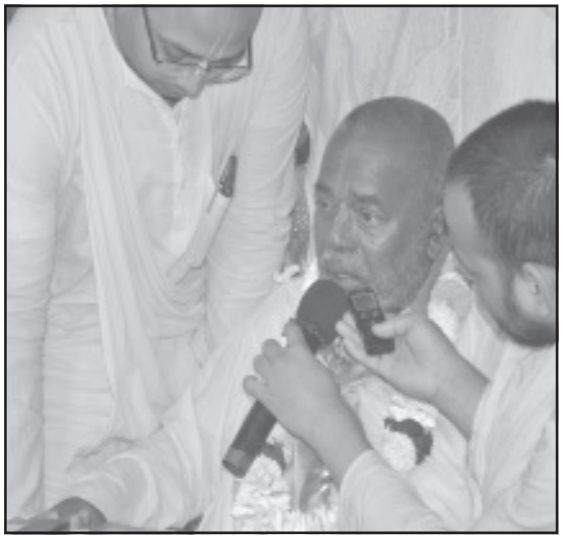

শ্রীচৈতন্যমেলায় ভাষণরত শ্রীলগোস্বামীপাদ

শ্রীনবদ্বীপধাম এর শ্রীমৎ বনমালী গোস্বামী বলেন—''সত্য, দয়া, তপস্যা, শৌচ চার নিয়ম এবং প্রেম, প্রীতি ভালবাসা শুদ্ধভক্তি জীবনে গ্রহণ করতে হবে। ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরের উপর নির্ভর করলে জীবন পরিশুদ্ধি লাভ করবে, জীবন শুদ্ধ হবে।''

কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট এর চেয়ারম্যান শ্রী বিক্রম সরকার বলেন—''সনাতন কথার অর্থ শাশ্বত। নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে গেলে শুদ্ধ মন চাই। একমাত্র হরিনামেই শুদ্ধ মন হতে পারে। হরিনামে আত্মার শান্তি আসবে।''

শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যানন্দ আলমবাজার মঠের সম্পাদক স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ বলেন—''আন্দোলন কথাটির আবির্ভাব হয়েছিল ধর্ম আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। পৃথিবীতে নানা মত নানা ধর্ম বিরাজমান, আবার নতুন করে কত ধর্ম আসবে যাবে কিন্তু এই সনাতন ধর্ম থাকবে। 'বসুধেয় কুটুম্বকম্', পাপী তাপী, ম্লেচ্ছাপর নামই একমাত্র সহজ সরল উপায় ভগবানকে লাভ করার জন্য। আজ গৌড়ীয় মঠ যে প্রচার করছে মানুষকে সেবার মধ্য দিয়ে শিক্ষার মধ্য দিয়ে ধর্ম্মসভার মধ্য দিয়ে মহাপ্রভু মিউজিয়াম উপহার দিয়ে—এই ধরনের প্রচার চাই।''

শ্রীমৎ রাঙাঠাকুর—অধ্যক্ষ অমৃত সংঘ, শ্যামনগর বলেন—''নামযজ্ঞের মাধ্যমে সকলে যেন মহাপ্রভুর কথা শোনেন। ধর্মকে ভালবাসতে হবে। বহুমত আছে বহু পথ

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের একটি দৃশ্য

আছে তার মধ্যে সঠিক মত এবং সঠিক পথ আমাদের বেছে নিতে হবে। মহাপ্রভুর মত এবং পথ হচ্ছে আদর্শ মত ও পথ। এটিকে গ্রহণ করে জীবন পথে অগ্রসর হতে হবে।''

মহানাম সম্প্রদায় প্রভু জগবন্ধু মহা উদ্ধারণ মঠের শ্রীমৎ বন্ধু গৌরব ব্রহ্মচারী বলেন—পরপর তিন বছর চৈতন্য মেলা চলছে। ঐতিহাসিক ভাবে সনাতন ধর্মকে শ্রী মন্মহাপ্রভু রক্ষা করেছিলেন নাম প্রেম দিয়ে। এই নামই হচ্ছে আমাদের ধর্মের পরিশুদ্ধির উপায়। হাতে তালি দিয়ে হরিনাম করলে পরিবারে আনন্দ আসবে, শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবের হৃদয় শোধন করতে এসেছিলেন। ''দক্ষিণেশ্বর শ্রী রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের সম্পাদক শ্রীমৎ ব্রহ্মচারী মুরালভাই বলেন—''এক কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে। জীবের সাধ্য নাই তত পাপ করে। তিনি আহ্বান জানান যাতে কায়িক বাচিক মানসিক পরিশ্রম দিয়ে সকল দিক দিয়ে গৌড়ীয় মিশনকে সাহায্য করার জন্য। অপরের প্রতি এমন আচরণ করা যাবে না যা তাকে দুঃখ দেয়''। মহাভাগবত, রামায়ন মহাকাব্য, শ্রীমদ্ভাগবত গীতা উপনিষদ উদ্ধৃতির প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে সনাতন ধর্মে পরিশুদ্ধি বিষয়ে আলোকপাত করেন। সবশেষে মিশনের সেবাসচিব মহোদয় শ্রীচৈতন্য মেলা উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনরেন্দ্র মোদীর প্রেরিত বার্ত্তা পড়ে শোনান।

অন্তে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ওড়িশী নৃত্য ও কুচিপুরী নৃত্য প্রদর্শিত হয়। পরিচালনা করেন পূর্বক্ষেত্র সাংস্কৃতিক কেন্দ্র কলকাতা। অনুষ্ঠানের অন্তে সকল ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ দানে তৃপ্ত করা হয়।

১৪/০২/২০১৭ মঙ্গলবার—বিকাল ৪-৭ জয় বন্দনা সংকীর্ত্তন অন্তে ধর্মসভা শুরু হয়। ধর্মসভার বিষয়—''সনাতন ধর্মে পরিশুদ্ধি''। বক্তা ছিলেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, সরস্বতী অধ্যক্ষ শঙ্কর মঠ রামরাজাতলা; স্বামী-সুসিদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী, অধ্যক্ষ শ্রীশ্রী বারাসত যোগাশ্রম; স্বামী বেদানন্দ মহারাজ, সহ সম্পাদক রামকৃষ্ণ বেদান্ত মিশনে ব্যারাকপুর; শ্রীমৎ আনন্দ গোপাল দাস বাবাজী, মহান্ত শ্রীশ্রী নিতাই গৌর ভক্ত সেবাশ্রম ব্যারাকপুর; শ্রীচৈতন্যময় নন্দ, সমাজসেবী ও লেখক মুগবেড়িয়া; শ্রীজ্যোর্তিময় গুহ, মহানাম সেবক সঙ্ঘ রঘুনাথপুর; শ্রীহরিপদ ভৌমিক, শ্রীলোকনাথ মন্দির তেঘরিয়া; শ্রীপাদ পরমাদ্বৈতী মহারাজ; সভাপতি শ্রীবৃন্দামিশন বৃন্দাবন; শ্রীপাদ গোপানন্দ বন মহারাজ ভজনাশ্রম; অধ্যাপক শান্তিনাথ ঘোষ, ডিরেক্টর সুরভারতী সংস্কৃত ইনস্টিট্যুট; অধ্যাপক ডঃ অভিষেক বসু, তুলনামূলক ভারতী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীমৎ বন্ধু গৌরব ব্রহ্মচারী। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন, শ্রীপাদ গোপানন্দ বনমহারাজ, ভজনাশ্রম শীলপাড়া।

সর্বপ্রথম শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে পুষ্প অর্পণ এবং মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বালন করেন বক্তাগণ। তাঁদের চন্দন তিলক, পুষ্পস্তবক এবং মেমেন্টো প্রদান অন্তে ধর্মসভা শুরু হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন শ্রীশ্রী বারাসত যোগাশ্বরের অধ্যক্ষ স্বামীজী সুসিদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী তিনি প্রথমে শান্তি বচন পাঠ পূর্বক বলেন—''সনাতন ধর্মে সৃষ্টির মধ্যে মানব জন্ম দুর্লভ। এই দুর্লভ জন্মকে সার্থক করার জন্য সাধন ভজন প্রয়োজন মহাপুরুষদের উপদেশ অনুসারে জীবন পালন করতে শুদ্ধাহার, সাত্ত্বিক আহার প্রয়োজন। ভাগবত পাঠ, চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করতে হবে এবং তা আপন জীবনে ফলপ্রসূ করতে হবে।''

পরের বক্তা স্বামী বেদানন্দ সহ সম্পাদক রামকৃষ্ণ বেদান্ত মিশন ব্যারাকপুর বলেন—শ্রীমন্মহাপ্রভু যে 'হরে কৃষ্ণ' নাম প্রচার করেছিলেন তা জীবের কল্যাণের জন্য, 'চেতোদর্পন মার্জনম্' মনোবৃত্তির মধ্যে সাত্ত্বিক গুণ আসবে। সবচেয়ে পরিশুদ্ধির সোজা উপায় 'নাম-জপ', ভক্তি স্বভাব।

অতঃপর ব্যারাকপুর শ্রীশ্রী নিতাই গৌর ভক্ত সেবাশ্রমের মহন্ত শ্রীআনন্দ গোপাল দাস বাবাজী বলেন—''জীবে দয়া নামে রুচি' ইহা বই ধর্ম নাহি। জীবে দয়া মানে ভগবানের পাদপদ্মে নিজেকে নিয়োজিত করা। নামে রুচি-ভগবানের নামকে অন্তরে গ্রথিত করতে হবে, এর সঙ্গে আছে বৈষ্ণব সেবন।''

অধ্যাপক শান্তিনাথ ঘোষ, ডিরেক্টর সুরভারতী ইনস্টিট্যুট বলেন—''এই পৃথিবীর বুকে বহু ধর্ম বর্ত্তমান, প্রাচীন কালেও ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই অশান্তি থেকে মুক্ত হবার জন্য মহাপ্রভু প্রদর্শিত পথ একমাত্র উপায়। আমাদের অন্তর ইন্দ্রিয়কে সংযত করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পথে চলতে হবে। হরিনাম সংকীর্ত্তনের মধ্য দিয়ে এক অপূর্বভাব জাগ্রত হয় মনের মধ্যে। এটাই আমাদের জীবনের পরম পরিশুদ্ধির উপায়।''

রঘুনাথপুর মহানাম সেবক সংঘের শ্রী জ্যোর্তিময় গুহ বলেন—ধর্ম এবং Religion এক নয়। সনাতন ধর্মকেই হিন্দু ধর্ম বলা হয় বাংলার সমাজে এক সময় নৈরাশ্যের যুগ এসেছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু দুটো অস্ত্র দিয়ে কুঠারাঘাত করেছিলেন। নাম ও প্রেম দিয়ে সমাজকে সংস্কার করেছিলেন। তিনি নামের মধ্য ব্রজপ্রেম মিশিয়ে দিয়েছিলেন নামের মধ্যে প্রেমকে মিশিয়ে দিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ রাও এসেছিলেন। তারা বাংলা ভাষাকে মার্জন করেছিলেন।''

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ অভিষেক বসু বলেন—''সনাতন মানে শ্বাশ্বত ধর্ম মানে যা ধারণ করে থাকে, পরিশুদ্ধির পরি একটি উপসর্গ-সম্পর্কে ব্যাপ্তি শুদ্ধি মানে নিন্দার সূচক। আমাদের দৃষ্টির মধ্যে মালিন্য এসেছে। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের আটটি শ্লোকের মধ্যে আটটি সাগর লুকিয়ে আছে।

মুগবেড়িয়ার সমাজসেবী ও লেখক শ্রীচৈতন্যময়নন্দ বলেন—মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন He in the first Patrit of India। হরির নাম কীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ ধর্ম—নাম জপ করতে হবে। সৎগুরুর কাছে দীক্ষা নিতে হবে সকলকে শ্রদ্ধা করতে হবে। কলিকালে হরিকীর্ত্তন ছাড়া আর কোন পথ নাই। সনাতন ধর্ম বিশাল সরোবর কিন্তু পার নাই। সরোবরের পার সুন্দর করতে হবে। বুদ্ধদেব পাড় করলেন তার সিঁড়ি নাই। শঙ্করাচার্য্য সিঁড়ি করলেন। সনাতন ধর্মরূপী সরোবর প্রেম ও ভক্তি। মহাপ্রভুর ধর্ম। তেঘরিয়ার শ্রী লোকনাথ মন্দিরের শ্রীহরিপদ ভৌমিক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় খাদ্য ছানার মাহাত্ম্য বর্ণন করেন। বৃন্দাবনের শ্রীবৃন্দা মিশনের সভাপতি শ্রীপাদ পরমাদ্বৈতী মহারাজ বলেন—''গুরু আমাদের শিক্ষা দেয়। সনাতন ধর্ম প্রেম ধর্ম। গুরু একজনই ঈশ্বর একজনই।''

শ্রীরাম Group এর Chairman শ্রীসঞ্জীব আচার্য্য বলেন—''শ্রীচৈতন্যদেব সর্বশক্তিমানের কাছে পৌঁছনোর রাস্তা বলে দিয়েছেন। মহামিছিলের পথ তিনি দেখিয়েছিলেন। সাম্যবাদ তিনিই ছড়িয়েছেন।''

শ্রীভূমির শ্রীগৌরাঙ্গ আশ্রমের শ্রীমৎ ব্রজরাজ কিশোর গোস্বামী বলেন—''যাকে ভালোবাসি যাকে ভালোবাসলে সব কিছু পাওয়া হয়ে যায় যিনি সকলকে শিক্ষা দিয়েছেন তিনি রাধাকৃষ্ণ মিলিত বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভু। মানুষের প্রতি তার শিক্ষা—'জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান'। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু বৈষ্ণব ধর্মের উদ্‌গাতা। যিনি এই ধরাতলে আবির্ভূত হয়ে কিভাবে মানুষ হওয়া যায় সেই শিক্ষা দিয়েছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ছিলেন সহিষ্ণুতার আদর্শ, সাম্যবাদের আদর্শ, সাম্যবাদের স্রষ্টা''।

বেহালা শীলপাড়া ভজনাশ্রম এবং এ দিনের সভার সভাপতি শ্রীপাদ গোপানন্দ বন মহারাজ বলেন—সনাতন ধর্ম নিত্য, জীব সনাতন, ভজনের দ্বারা অর্পিত হয়ে গৃহে উপস্থিত হতে হবে।

অতঃপর গৌড়ীয়মঠের সাধু ব্রহ্মচারীগণ পদাবলি কীর্ত্তন, মহামন্ত্র উচ্চারণে ধর্মসভা বিশ্রাম লাভ করে, এরপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পূর্বক্ষেত্র সাংস্কৃতিক কেন্দ্র কলকাতার পরিচালনায় মনিপুরী রাস নৃত্য পরিবেশিত হয়।

১৫-২/২০১৭—অদ্য গৌড়ীয় মিশনের শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব তিথি মহোৎসব। বিকাল ৩টা থেকে জয়বন্দনা ও সংকীর্ত্তন শুরু হয়। ৪টা থেকে গৌড়ীয় মঠের প্রেসিডেন্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহং ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক কৃপাশীর্বাদ শিরোধারন করে ধর্মসভা শুরু হয়। তিনি স্বয়ং অনুষ্ঠানের সভাপতিরূপে উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্য ছিলেন পুরী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিদয়িত রাদ্ধান্তি মহারাজ, নীলগিরি বালেশ্বর ওড়িশা; রাধাশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের একটি দৃশ্য

বৈষ্ণব মহারাজ মেদিনীপুর গৌড়ীয় সংঘের আচার্য্য শ্রীপাদ ভক্তিসাধন সাধু মহারাজ; বাগবাজার গৌড়ীয় মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ এবং সহসেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ, শ্রীপাদ প্রপন্ন তীর্থ মহারাজ, আচার্য্য শ্রীধর মন্দির কৈখালি বৃন্দাবন শ্রীবৃন্দাবন; মিশনের সভাপতি শ্রীপাদ পরমাদ্বৈতী মহারাজ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আলেখ্যে পুষ্প অর্পণ, প্রদীপ প্রজ্জ্বালন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। সকল বক্তাগণকে পুষ্পস্তবক চন্দন তিলক এবং মেমেন্টো দিয়ে বরন করা হয়। ধর্মসভার বিষয় ''বৈষ্ণব সমাজে জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের অবদান''। গৌড়ীয় মিশনের ভক্ত শ্রীকৃপাসিন্ধু দাস ব্রহ্মচারী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। ধর্মসভার সূচনা করেন শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব বৈষ্ণব মহারাজ। তিনি বলেন—''সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদ জগৎকে এবং বৈষ্ণব জগৎকে যে শিক্ষা দিয়েছেন তা অনেক উপকার করেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন গুরুদেবের সেবাতে যতদিন নিজেকে নিযুক্ত না করি ততদিন অমঙ্গল। যখন আমরা নিজেদের ভগবানের সেবায় নিয়োজন করি তখন আমাদের মঙ্গল। তিনি বলেছেন আমরা কাঠ পাথরের মিস্ত্রি হতে আসি নাই। জগতের জীবকে উদ্ধার করতে আমাদের আসা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যকে সফল করতে তিনি আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। ''শ্রীপ্রপন্ন তীর্থ মহারাজ বলেন—কলকাতার বুকে গৌড়ীয় মিশন যে আয়োজন করেছে তা ধন্যবাদার্হ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা জগতে বিতরন করতে হবে। শ্রীল প্রভুপাদ গৌরজন। তিনি যদি না আসতেন তাহলে শ্রীমহাপ্রভুর কথা জগতে প্রচারিত হতো না। প্রভুপাদ অকলঙ্ক চন্দ্র, তিনি অপধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন। তিনি মায়াকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছেন। গৌড়ীয় মঠ তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন, গৌড়ীয় মঠ ভবরোগীর হাসপাতাল। তিনি শুদ্ধ ভক্তির মন্দাকিনী ধারা নিয়ে এসেছিলেন। আজ বিশ্বময় তাঁর নাম হচ্ছে। তিনি ভক্তহৃদয়ে গৌরের পাদপদ্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন। পন্ডিত মদন মোহন মালব্য যিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর বলেছিলেন ''আপনি দিকে দিকে গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা করুন। সরস্বতী ঠাকুর বলেছিলেন ''প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা করে যেতে চাই।''

কৈখালী আশ্রমের মঠাধ্যক্ষ ভক্তিপ্রপন্ন মহারাজ বলেন—গৌড়ীয় মঠ মিশন বলতে একমাত্র সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকেই লক্ষ করি। গৌড়ীয় জগতের যিনি আচার্য্য ভাস্কর সরস্বতী মহারাজ, তিনি ভগবানের প্রেরিত জন। কলিযুগের মানবগণের কল্যানার্থে তাঁর আসা। জগতের মঙ্গল বিধানের জন্য তিনি এসেছিলেন। তিনি বলেছেন আমি জগতে মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য এসেছি। তিনি দৈনিক নদীয়া প্রকাশ, গৌড়ীয় মাসিক পত্রিকা, শ্রীভক্তিপত্র প্রকাশ করেছেন। বৈষ্ণব ধর্মের বানী পৌঁছে দিয়েছেন দেশে বিদেশে। তিনি বিভিন্ন ভাষায় গীতা ভাগবত এবং অন্যান্য আচার্য্যগণের কথা তুলে ধরেছেন। ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের জীবন চরিত কথা বিস্তৃত আলোচনা করেন।

সন্ধ্যা ৬-২০ মিনিটে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব অনুষ্ঠান স্থলে প্রবেশ করলে সকলে দন্ডায়মান হন এবং মহামন্ত্র উচ্চারণে দিগবিদিক ব্যাপ্ত হয়। এবং আসন গ্রহণের পর পুষ্প মাল্য চন্দনে ভূষিত করা হয়। গৌড়ীয় মিশনের সেবাসচিব ত্রিদন্ডী স্বামী ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ বলেন—''জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই কৃষ্ণ ভজন করতে পারেন, শৃন্বন্তুঃ বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'', ''আমাদের পরিচয় আমরা বিশ্ব পিতার সন্তান ''জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণদাস।'' শ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র বিশ্বে মহাপ্রভুর অবদান বৈশিষ্ট্যের কথা প্রচার করেছেন। তিনি যে আত্মমঙ্গলকর

এবং পারমার্থিক উপদেশ দিয়েছেন তা নিজ জীবনে গ্রহণ করলে মানব জীবনের যে উদ্দেশ্য ভগবানকে লাভ তা সফল হবে।

শ্রীভক্তিসাধন সাধু মহারাজ বলেন—"মহাপ্রভু কি জিনিস তা প্রভুপাদ প্রচার করেছিলেন। তিনি শ্রীজগন্নাথের পাদপদ্মে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তার কৃপায় আমরা ধন পেয়েছি। শ্রীমহাপ্রভুর দয়ার কথা প্রেমের কথা তিনি দান করেছেন। জীবের প্রধান কর্তব্য হরিভজন।" শ্রীপাদ পরমাদ্বৈতী মহারাজ সভাপতি শ্রীবৃন্দা মিশন বৃন্দাবন বলেন—"শ্রীল প্রভুপাদের একটি Mission ছিল যা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ধারা থেকে এসেছে। কৃষ্ণপ্রেম কি ভাবে লাভ করা যায়, তা লাভ করতে গেলে কি ভাবে জীবন গঠন করতে হয়—সদ্‌গুরুর অনুগত থেকে তা জানতে হয়। সাধু গুরু বৈষ্ণব ভক্তিতে শ্রদ্ধা, তাঁদের অনুগত হয়ে ভজন। অনর্থ নিবৃত্তি নিষ্ঠা, রুচি আসক্তি ভাব এবং প্রেমলাভ সাধুগুরুর অনুগত হয়ে তাঁদের কৃপায় প্রেমলাভের জন্য যত্ন করা উচিৎ"।

মহারাজের ভাষণ অন্তে ব্রহ্মচারী, সাধুগণের হরিধ্বনি, উলুধ্বনি এবং কীর্ত্তন শুরু হয়। 'আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর নাচে',। এরঃপর শ্রীল গুরুদেব গদগদ বাক্যে বৈষ্ণব সমাজে জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের অবদান বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখনে। তিনি বলেন, **"প্রভুপাদ ১৪৩ বৎসর পূর্বে এই জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর মত Reformer আমরা কখানো দেখি নাই শুনি নাই, শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্ট সরস্বতী ঠাকুর। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অমন্দোদয় দয়ার বাণী বিতরণের প্রধান পথিকৃৎ শ্রীল প্রভুপাদ। মহাপ্রভুর ভক্ত প্রভুপাদ। তাঁর দয়ার সীমা নাই"।**

অতঃপর কীর্ত্তন ও মহামন্ত্র উচ্চারণে ধর্মসভা বিশ্রাম লাভ করে, রাত্রি ৮টা থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। পূর্বক্ষেত্র সাংস্কৃতি কেন্দ্র। কলকাতার পরিচালনায় বৈচিত্রপূর্ণ ভারত নাট্যম ও সপত্রিয় নৃত্য পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠান অন্তে সকল ভক্ত শুভানুধ্যায়ীগণকে মহাপ্রসাদ দানে তৃপ্ত করা হয়।

(ক্রমশঃ)

দঃ ২৪ পরগণায় দরিদ্র ও আর্তদের সেবায় গৌড়ীয় মিশন

বাগবাজার গৌড়ীয় মিশন একটি ঐতিহ্যময়ী প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘ কয়েকবছর ধরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পীড়িত মানুষদের জন্য অন্ন, বস্ত্র ও ঔষধাদি বিতরণ করে আসছেন। গত ৫ ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার ২০১৭ তারিখ দঃ ২৪ পরগণায় বারুইপুর থানাস্থিত ধপধপি গ্রামে ১৯৫৭ সালে স্থাপিত ধপধপি ব্যায়াম সমিতি প্রাঙ্গনে মিশন কর্ত্তৃক একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। তথায় গরীব, দুঃখী ও আবালবৃদ্ধবনিতাসহ প্রায় ১৭০ জন রোগীর সুচিকিৎসা করা হয়। কলকাতা ই. এন্. টি. বিশেষজ্ঞ ডঃ পি. আর. রায়. চৌধুরী (ডি. এম্), ডঃ শ্রীমদনমোহন মণ্ডল মহাশয় সকাল ১০ টা হতে দুপুর ২ টা পর্যন্ত সকল পীড়িত রোগীদের যত্ন সহকারে চিকিৎসা করেন। উক্ত রোগীদের মধ্যে পুরুষ ৬৬ জন, মহিলা ৬৭ জন ও ৩৭ জন শিশু বালক ছিলেন। সকল রোগীদেরকে মিশন কর্ত্তৃক বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। মিশন হতে শ্রীসুদাম দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকাশীনাথ রায়, শ্রীপার্থ দাস, শ্রীরিণ্টু চক্রবর্তী সহযোগিতায় উক্ত কার্য সুসম্পন্ন হয়। তাছাড়া ব্যায়াম সমিতির সেক্রেটারী শ্রীহারাধন বসু, শ্রীস্বরাজ বসু সেবাচেষ্টা প্রশংনীয়। মিশনের সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজের তত্ত্বাবধানে উক্ত শিবিরের কার্য সুষ্টভাবে সম্পাদিত হয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য শিবিরের একটি দৃশ্য

Registered : KOL RMS/36/2016-2018

Registered : KOL RMS/35/2013-2015

Date of Publication on 02/03/2017

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003, Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj
R.N.I - 24718/73

SRI BHAKTIPATRA
PRINTED RELIGIOUS BOOK

আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ

গৌড়ীয় মিশন হইতে নতুন প্রকাশিত দ্বাদশ খণ্ড
সমন্বিত শ্রীমদ্ভাগবতম্
২০% ছাড়ে পাওয়া যাইতেছে।
শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ- পুরানো শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৫০ শতাংশ ছাড়ে দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও ফলাফল কার্য্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তিপত্র কার্য্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অদল বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রায়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420692952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org